রোগিচিত্র ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

ডাঃ মনোরঞ্জন নন্দী
এম এ, পি-এইচ ডি

মডার্ণ পাবলিকেশন্স

বিষয়সূচী

মন ...	...	১১	
মানসিক লক্ষণ ও ধাতু	...	...	১১
মস্তকের পীড়া	...	...	২১
মাথাঘোরার রেপার্টরি	...	...	২৫
চক্ষুর যাবতীয় রোগ	...	...	২৯
চক্ষুরোগের রেপার্টরি	...	...	৩৩
কর্ণের যাবতীয় রোগ	...	...	৩৪
মুখগহ্বর ও জিহ্বার রোগসমূহ	...	...	৩৮
দন্তশূলের রেপার্টরি	...	...	৪২
নাকের যাবতীয় রোগ	...	...	৪৩
গলরোগসমূহ	...	...	৪৭
বক্ষঃরোগ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়াসমূহ	...	...	৫৪
কাশির রেপার্টরি	...	...	৫৭
উদর ও পরিপাকযন্ত্রের রোগ	...	...	৬৬
মলের রেপার্টরি	...	...	৬৯
বমির রেপার্টরি	...	...	৭৭
মেরুমজ্জার পীড়া	...	...	৯০
স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ	...	...	৯২
মূত্রযন্ত্রাদির পীড়া	...	...	৯৩
সূত্রপাথরি-রোগের রেপার্টরি	...	...	৯৫
গুহ্যদ্বারের পীড়া	...	...	১০০
জননেন্দ্রিয়ের পীড়া	...	...	১০৩
সিফিলিস-রোগের রেপার্টরি	...	...	১০৬
বাতরোগ	...	...	১০৯
সায়েটিকার রেপার্টরি	...	...	১১৪
পক্ষাঘাত	...	...	১১৫
তাণ্ডবরোগ	...	...	১১৭
অনিদ্রা	...	...	১২১

উন্মাদরোগ ও অ্যালকোহলিজম	...	...	১২৩
ক্ষয়রোগ	...	...	১২৫
চর্মরোগ	...	...	১২৭
আমবাতের রেপার্টরি	...	...	১৩৫
নানা প্রকারের জ্বর	...	...	১৩৬
রক্তের চাপ	...	...	১৪৪
রক্তস্রাব ও রক্তহীনতা	...	...	১৪৭
রক্তস্রাবের রেপার্টরি	...	...	১৪৯
স্ত্রীরোগ	...	...	১৫১
ঋতু ও ঋতুকালীন উপসর্গের রেপার্টরি	...	...	১৫৫
শিশুরোগ	...	...	১৭৪
আঘাতাদির চিকিৎসা	...	...	১৯৫
আগুনে পোড়া ও আপদ-বিপদ	...	...	১৯৬
রোগীর একেবারে শেষ অবস্থার কয়েকটি ঔষধ	...	...	১৯৮
রোগিচিত্র বা সংক্ষিপ্ত মেটিরিয়া মেডিকা	...	...	২০১
নিত্য প্রয়োজনীয় স্বল্পক্রিয় ঔষধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	...	...	২২৮
বৃদ্ধি	...	...	২৬৭
উপশম	...	...	২৭৩
ইচ্ছা ও অনিচ্ছা	...	...	২৭৬
সর্বপ্রকার ব্যথাবেদনার রেপার্টরি	...	...	২৭৮
সর্বাঙ্গীন বা সাধারণ লক্ষণ, কারণতত্ত্ব ও ধাতু	...	...	২৮০
ঔষধের সম্বন্ধ	...	...	২৮৬
ক্রনিক রোগিচিকিৎসায় কয়েকটি নিত্য ব্যবহৃত ফলপ্রদ ধাতুগত ঔষধ	...	...	২৯৭
রোগী বিবরণ	...	...	৩০৩
রোগসূচী	...	...	৩০৯
ঔষধসূচী	...	...	৩১৪

রোগিচিত্র ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

মন

মানসিক লক্ষণ ও ধাতু

ধাতুগত চিকিৎসায় মানসিক লক্ষণের মূল্য অত্যন্ত বেশি। যে সমস্ত ভেষজের চিত্রে মানসিক লক্ষণের প্রাধান্য দিয়ে রোগী আরোগ্য হয়েছে তাদের মধ্য হতে নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। কারণ-তত্ত্বও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া গেল।

অ্যাকোনাইট ন্যাপ—মানসিক লক্ষণ মিললে এই ঔষধ যে কোন তরুণ রোগে অব্যর্থ। ডাঃ প্রতাপ মজুমদার মহাশয় বলেন—কারণতত্ত্ব মিললে এই ঔষধ পুরাতন রোগেও সুব্যবহার হয়। রোগ **হঠাৎ** ভীষণভাবে আক্রমণ করে। **রোগী বড়ই অস্থির,** ভীতিপূর্ণ একটা উৎকণ্ঠা যেন রোগীকে বলে দেয় তার মৃত্যু অতি সন্নিকট। কোন কোন রোগী মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বলে দেয়। এইরকম কয়েকটি রোগী আমরা আরোগ্য করেছি, ভয়জনিত রোগ। জনতার মধ্যে যেতে ভয়, রাস্তা পার হতে ভয়, অন্ধকারের ভয়।

অ্যাকটিয়া রেসিমোসা—স্নায়বিক ও হিস্টিরিয়াগ্রস্তা রোগিনী। বাতের ধাতু রোগিনী মনে করে যে সে উন্মাদ হবে। কতই বিষন্নভাব। **পর্যায়শীলতা বৈশিষ্ট্য** অর্থাৎ শারীরিক লক্ষণ ভালো হলে মানসিক লক্ষণ খারাপ হয়। মানসিক ভাব সুস্থ হলে শারীরিক বাড়ে।

অ্যাগ্নাস ক্যাস্টাস—স্নায়বিক ও শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু। স্বভাব খিটখিটে। স্মৃতিলোপ, আত্মহত্যার চিন্তা ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়জাত কুকর্মের **জন্য তীব্র অনুশোচনা** রোগীকে বড়ই ম্রিয়মাণ করে। **অতিরিক্ত কামরিপুর** চরিতার্থতা যাবতীয় রোগের কারণ। তাই এই ভেষজ ধ্বজভঙ্গরোগে চিন্তনীয়।

অ্যালুমিনা—বুদ্ধিবৃত্তির গোলমালের জন্য সহজে কোন কিছু স্থির করতে অক্ষম। **যাবতীয় কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে।** স্মৃতিভ্রংশ। জানা রাস্তা পর্যন্ত ভুল করে। লিখবার বা পড়বার সময় অনেক ভুল করে। ঘর্মহীন। রক্তদর্শনে অস্থিরতা। **ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধের ধাত।**

অ্যানাকার্ডিয়ামওরি—স্বভাব খিটিখিটে। কামুক। **আকস্মিক স্মৃতিভ্রংশ।** হঠাৎ ভুলে যায়। অবিরত **শপথ** করা ও অভিসম্পাৎ দেওয়া বৈশিষ্ট্য। উদ্বেগ, ভয়, উৎকণ্ঠা ও ভীষণ বিষণ্নভাব। আহারের পর রোগের উপশম ও মনের অবস্থা কিছুটা ভালো হয়।

অ্যান্টিমক্রুড—স্নায়বিক ও রসপ্রধান ধাতু। শীতল জলে স্নান ও অতিরিক্ত রৌদ্রে বেড়ান বা অবস্থান রোগের কারণ। **শিশু কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়।** আদর করলেও রেগে অস্থির হয়। ভীষণ খিটখিটে ও রাগী। শিশুকে স্পর্শ করলে বা তাকে দেখতে চাইলেও রেগে যায়। **রোগীর জিহ্বা খুবই সাদা।** জিহ্বার লক্ষণ ও মেজাজ দেখে অনেক জ্বররোগী আরোগ্য করেছি।

এপিস—পিত্তপ্রধান, স্নায়বিক ও স্ক্রোফুলা ধাতু। রোগী বদরাগী, দিবারাত্র কাঁদে। **সামান্য কারণে কাঁদে।** অস্থির প্রকৃতি। বড়ই সন্দিগ্ধ চিত্ত। মনে করে সবাই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। সময় সময় নিতান্ত উদাসীনের মতো থাকে। কুসংবাদ, ভয়, ব্যর্থ প্রেম, চর্মরোগ চাপা পড়া, রোগের কারণ।

আর্জেন্টমানাইট্রিকাম—**অত্যন্ত স্নায়বিক ধাতু।** ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই ভীতি ও উৎকণ্ঠা। সর্বদা দুশ্চিন্তা, পাছে এটি ঘটে, ওটি ঘটে একই তার ভয় ও আশঙ্কা। অতিশয় ব্যস্ত। সব কাজ তাড়াতাড়ি করে। ক্রমাগত মুক্ত বাতাসে বেড়াতে চায়। দ্রুত হাঁটা, দ্রুত আহার করা স্বভাব। **নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে যাওয়া চাই।** কোন স্থানে যেতে হলে তৎপূর্বে মলমূত্রের বেগ—ইহা স্নায়বিক লক্ষণ। রোগে কোন সময় শীত, কোন সময় গরমানুভব। **অতিরিক্ত মিষ্টদ্রব্য** বা চিনি খাওয়া রোগের কারণ, উদরাময় ও পেটে অত্যন্ত বায়ু, তৎসহ শব্দযুক্ত ঢেকুর।

আর্সেনিক অ্যালব—**উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, ভয় বিশেষত মৃত্যু-ভয়,** অন্ধকারের ভয়, একা থাকতে ভয়, তাই নিয়ত সঙ্গী চায়। উৎকণ্ঠার সহিত অস্থিরতা। একবার এই চেয়ারে বসে, একবার ঐ চেয়ারে বসে, শিশু একবার এর কোলে, একবার ওর কোলে। রোগাতিশয্যে ভীষণ দুর্বলতা ও অবসন্নতা,

আসলে অস্থিরতার ভাব ব্যহ্ত অদৃশ্য হয়। কুইনাইনের অপব্যবহার, দূষিত খাদ্য ও বরফ খাওয়া রোগের কারণ। **দিবা বা রাত্র ১-৩টার মধ্যে** রোগবৃদ্ধি বৈশিষ্ট্য।

অরাম মেট—রক্তপ্রধান ধাতু। যে কোন রোগী **আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ** করলে বা আত্মহত্যার জন্য ব্যাকুলতা দেখালে এই ভেষজ আশাতীত ফল দেয়—ইহা বহু রোগীর ক্ষেত্রে দেখেছি। সামান্য কারণে রাগ। **বিমর্ষতা** ও নৈরাশ্য। **শব্দ**, আলো ও গন্ধ অসহ্য। **পারদ বিষ ও ব্যর্থ** প্রেম রোগের কারণ।

ব্যারাইটা কার্ব—স্ক্রোফুলা ধাতু। মানসিক ও **শারীরিক খর্বতা**, বোকাটে। **অপরিচিত লোক দেখে ভয় পায়**। নিজের অপেক্ষা অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করে। একা থাকতে চায় না। ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়। স্মরণ **শক্তির** অভাব। অন্যমনস্ক থাকলে রোগের **উপশম**। **প্রায়ই টনসিল ফোলে** ও নানাবিধ কষ্ট পায়।

বোরাক্স—স্নায়বিক ধাতু। রোগী অতিশয় ভীতু স্বভাবের। **শব্দভীতি**, **নিম্নগতিতে ভীতি** বৈশিষ্ট্য। সামান্য শব্দে চমকাইয়া উঠে। অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা। শিশুদের রোগে অতীব উপকারী।

বিউফো—স্নায়বিক ও অনুভূতিপ্রবণ ধাতু, বুদ্ধিবৃত্তির খর্বতা ও **হস্তমৈথুনের অদম্য ইচ্ছা** বৈশিষ্ট্য। হস্তমৈথুন করার জন্য সদাই নির্জন স্থান অনুসন্ধান করে। নির্জনতাপ্রিয়। স্মৃতিশক্তি অতীব দুর্বল। বিনা কারণে কাঁদে ও হাসে। বুদ্ধিবৃত্তি খর্বতার জন্য রোগীকে দেখলে বোকা মনে হয়। নিম্নতর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করে। **অতিরিক্ত বীর্যক্ষয়** নানাবিধ রোগের কারণ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব-—**স্ক্রাফুলা** ধাতু। শ্লেষ্মা ও রসপ্রধান। **শৈশবাবস্থায় ধাতু ও রোগলক্ষণ মিললে ইহার দ্বারা যে কোন রোগে প্রভুত উপকার হয়**। ধাতু সংশোধন করার পক্ষে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অতিশয় **ঘর্মপ্রবণ**। বয়সের অনুপাতে শিশুরা বড়-বড় কথা বলে। ছোট-ছোট বালকবালিকা পরলোকের বা ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলে। সামান্য শব্দে চমকায়। অন্ধকারের ভয়। **দাঁত উঠবার সময়** নানাবিধ রোগ, মানসিক দুর্বলতা, মনে করে অন্যলোক তাকে পাগল ভাবছে।

ক্যাল্কেরিয়া ফস—প্রকৃতি অস্থির। **একদণ্ডও চুপ করে থাকতে পারে না।** সদাই এদিক ওদিক ঘুরতে চায়। শিশু সদাই **খাই-খাই** করে। যা খেলে রোগ বৃদ্ধি হয় তা খেতে চায়। স্নানে অনিচ্ছা, লবণ খেতে ইচ্ছা। **অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা** যুবকদের। শোক ও ব্যর্থ প্রেমরোগের কারণ। রোগের বিষয় চিন্তা করলে রোগ বৃদ্ধি।

কস্টিকাম—স্নায়বিক ধাতু। ভীতু, উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন। সদাই আশঙ্কাযুক্ত, ভবিষ্যতের জন্য উৎকণ্ঠা। ভাবে পাছে কি ঘটবে। অন্যের **দুঃখে অতীব সহানুভূতিপূর্ণ।** রোগের বিষয় চিন্তা করলে রোগ বৃদ্ধি। অস্তিরতা ও অনিদ্রা। শয়ন করেও ছটফট করে। কোষ্ঠবন্ধের ধাত।

ক্যামোমিলা—স্নায়বিক ধাতু। ভীষণ বদরাগী শিশু। কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদে। কিছুতেই তুষ্ট হয় না। **কেবল কোলে করে বেড়ালে কিছুটা শান্ত হয়।** শিশু যে কি চায় তা বোঝা যায় না। সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে। **দন্তোদগমনের** সময় নানারকম কষ্ট। এই ঔষধের মেজাজ লক্ষণ মিললে শিশুদের ও নারীদের প্রায় রোগে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। প্রসব বেদনার সময় স্ত্রীলোকদের ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখে এই ঔষধের প্রয়োগ আশাতীত ফল দিয়েছে।

সিনা—স্নায়বিক ধাতু, **কৃমির ধাত**। অস্থির, বড়ই বদমেজাজী। অনেক জিনিস বায়না করে কিন্তু দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্যে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও রেগে অস্থির হয়। জিহ্বা পরিষ্কার। নিদ্রার সময় দাঁত কড়মড় করে। নিদ্রা হতে উঠে ঘ্যানঘ্যান করে। প্রায় গুহ্যদ্বার চুলকায়। নাকের মাথা চুলকায়, **অবিরত খাদ্য চায়।**

ফ্লুওরিক অ্যাসিড—পারদ ও সিফিলিসদুষ্ট দেহ ও মন। ভীষণ অস্থির প্রকৃতির। একদণ্ডও স্থির হয়ে বসতে বা দাঁড়াতে পারে না। শুধু ঘোরাফেরা করে। শৈত্যপ্রয়াসী। সবকিছু ঠাণ্ডা চায়। **অতিশয় কামুক ও জঘন্য প্রকৃতি।** ব্যাভিচারী। উদাসীনতা, যাদের একদিন ভালোবাসত রোগের জন্য আজ তাদের প্রতি উদাসীন। অতিশয় হস্তমৈথুন রোগের কারণ। সতত কামচিন্তা।

গ্র্যাফাইটিস—ভীরুতা, বিষণ্নতা ও **আশঙ্কাপরায়ণতা**, সঙ্কল্পের স্থির নাই, একস্থানে স্থির থাকতে পারে না, সদাই উদ্বেগ ও ভয়, স্মৃতিশক্তিহীন। চর্মরোগ চাপা পড়ার ইতিহাস। ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধের ধাত। **একজিমাদুষ্ট দেহ।**

হিপার সালফ—রসপ্রধান ধাতু। **শারীরিক ও মানসিক অসহিষ্ণুতা** বৈশিষ্ট্য। একটুতেই যেন কত কষ্ট। সামান্য কারণে ভীষণ রাগ। সামান্য বিষয়, সামান্য ঠাণ্ডা, সামান্য কফ যা সাধারণ লোকে গ্রাহ্য করে না, হিপার রোগী তাতেই একটা তুমুল ব্যাপার ঘটায়। **বেদনায় সামান্য চাপও অসহ্য।** **ঘর্মপ্রবণ অথচ ঘর্মে রোগের** উপশম হয় না।

হায়োসায়ামাস—স্নায়বিক ধাতু। **অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ততাই** বৈশিষ্ট্য। কাহাকেও বিশ্বাস করে না। মনে করে ঠিক ঔষধ না দিয়ে তাকে বিষ দেওয়া হয়েছে। স্নায়ুদৌর্বল্যের জন্য নিদ্রা নেই। ব্যস্ত না থেকে পারে না।

ইগ্নেসিয়া—স্নায়বিক ও মূর্ছাপ্রবণ ধাতু। পরিবর্তনশীল মেজাজ, এই হাসি, এই বিষাদ। মনের অবস্থার কোন স্থিরতা নেই। লক্ষণের অসঙ্গতি। দুঃখের সময় হাসে। কর্ণনাদ গোলমালে উপশম হয়। অজীর্ণরোগে গুরুপাক দ্রব্য সহ্য হয়। **শোক, দুঃখ, ভয়, হতাশ ও ব্যর্থ প্রেম** রোগের কারণ ; সামান্য বেদনাও অত্যধিক মনে করে।

এথুজা—কোন বিষয়ে মনোসংযোগ করতে না পারলে বিশেষত পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এই ঔষধ অনেকস্থলে উপকার দেয়।

কেলি কার্ব—স্নায়বিক ধাতু। অত্যন্ত বদরাগী। **সদাই ভীত ও আশঙ্কাপরায়ণ।** একা থাকতে ভয়। সতত সঙ্গী চায়। ভূতের **ভয়, নানাবিধ কাল্পনিক ভয়।** যদি এটা হয়, যদি ওটা হয় তবে আমার কি উপায় হবে? ভবিষ্যতের ভয়, মৃত্যুর ভয়—**একটা যে কোন ভীতি এই ভেষজের বৈশিষ্ট্য।** মানসিক লক্ষণ ও শারীরিক লক্ষণ প্রাতে ৩-৪টার মধ্যে বৃদ্ধি। সহবাসে কেলি জাতীয় সকল ঔষধে বৃদ্ধি।

কেলিফস–স্নায়বিক ধাতু। অতিরিক্ত **ইন্দ্রিয়চালনা** ও মানসিক শ্রম রোগের কারণ। নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অস্থির, সামান্য শব্দ, সামান্য গোলমাল অসহ্য, ভয় ও উৎকণ্ঠা লেগেই আছে, সঙ্গীপ্রিয়, মানসিক অবসন্নতা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস। সব কাজ তাড়াতাড়ি করে। **ভয়, সন্ধ্যায় ভয়,** রোগের ভয় ও ভবিষ্যতের ভয়।

ল্যাক ক্যানাইনাম—স্নায়বিক ও মুর্ছাপ্রবণ ধাতু। অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে। পা দুটি যেন বাতাসে উঠছে। কেবলই স্বপ্নে সর্প দেখে। একা থাকতে চায়। স্মৃতিভংশ, এমন কি পরিচিত লোকের নামও ভুলে যায়।

দোকানে জিনিস কিনে দোকানে রেখে আসে, ভয় ও উৎকণ্ঠা। মনে করে তার রোগ আর আরোগ্য হবে না। খিটখিটে মেজাজ। অন্যমনস্ক ভাব।

ল্যাকেসিস—পিত্তপ্রধান ধাতু। অহঙ্কারী, **বাচাল, দাম্ভিক, স্বার্থপর ও হিংসুক**। মনে করে তার অপেক্ষা গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর জগতে নেই। চিত্তটি অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধ। নিতান্ত আপনার লোককেও বিশ্বাস করে না। মনে করে কোন দেবতা তার উপর ভর করেছে। অস্থির ও ভীতিপূর্ণ মন। ভয় হয়, তাকে বিষ খাওয়াবে। **অতিভাষিতা বৈশিষ্ট্য**। রোগলক্ষণ বলতে বলতে যেন বলার শেষ নেই। বিষয় হতে বিষয়ান্তরে যায়—যার কোন সঙ্গতি নেই। চিকিৎসক কথা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়।

লাইকোপোডিয়াম—বায়ুপিত্ত ও কফপ্রধান ধাতু। কোষ্ঠবদ্ধের ধাত। হিংসুক, লোভী ও কৃপণ স্বভাবের। বিষণ্ন, বিরক্ত, ভীত। **নিজের উপর তেমন বিশ্বাস নেই**। সর্বকার্যে নিজকে অক্ষম মনে করে মনের দৃঢ়তা নেই বলে। তাই **যে কোন নতুন কাজে হস্তক্ষেপ করতে ভয় করে**। পাছে কিছু ভুল হয়ে যায়। সাধারণ লোকের সমক্ষেও উপস্থিত হতে ভয় হয়। শিশুদের মন প্রাতে ঘুম হতে উঠবার পর খারাপ হয়। শিশু কাঁদে। বায়না করে। লাথি মারে।

মেডোরিনাম–স্মৃতিভ্রংশ, এমন কি পরিচিত ব্যক্তির নামও মনে পড়ে না, কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভুলে যায়। **সদাই ব্যস্ত**। সদা ঘোরাফেরা চায়। অথচ একটুতে ক্লান্তি। অতিশয় বিষণ্ন। সামান্য কথায় কাঁদে। ভয়, যেন পাগল হয়ে যাবে। অন্ধকারের ভয়, সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে। রোগের বিষয় চিন্তা করলে রোগবৃদ্ধি। **অবরুদ্ধ প্রমেহ প্রায়ই রোগের কারণ**। রিকেট অবস্থার ভালো ঔষধ।

মার্ক-সল—সিফিলিসদুষ্ট মন। তাই হিতাহিত বিবেচনা করার শক্তি রাখে না। ব্যস্ত ও অস্থিরপরায়ণ। সহজে কোন জিনিস বুঝতে পারে না, বাল্যকালে লেখাপড়াতে তেমন মন যায় না। মুখস্থ শক্তি নিতান্ত কম। বদরাগী। খেয়াল বশে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউর—অতিশয় অস্থির প্রকৃতির। স্নায়বিক ধাতু। **একটা উৎকণ্ঠার ভাব সদাই লেগে আছে,** কারণ যকৃতের কাজ ভালো চলে না। এই ঔষধ যকৃতের উপর বেশ কাজ করে। গোলমাল সসহ্য। নির্জনতাপ্রিয়। মুক্তবাতাস প্রিয়। চোরডাকাতের স্বপ্ন দেখে।

ম্যাঙ্গেনাম—উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও ভীতিভাব বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণগুলির উপশম হয় যদি সে একটু শুতে পারে। উঠে বসলে আবার মনের সেই অবস্থা। শুলেই রোগী সর্বদিকে উপশম মনে করে, শীতল ভিজে আবহাওয়া রোগের কারণ। **গলদেশের অভ্যন্তরে কঠিন** রোগ এই ঔষধে আরোগ্য হয়।

নেট্রাম কার্ব—স্নায়বিক ধাতু। সামান্য বেদনায় অত্যন্ত অস্থিরতা বৈশিষ্ট্য। সামান্য শব্দও অসহ্য। সামান্য একটু কাগজের শব্দও অসহ্য। সামান্য আলো, **সামান্য রৌদ্র অসহ্য**। মানসিক শ্রমে রোগ বৃদ্ধি। স্মৃতিভ্রংশ।

নেট্রাম মিউর—দুঃখ নৈরাশ্য, অবসাদ, ব্যর্থ প্রেম ও শোক মনটাকে একেবারে দমিয়ে দেয়। বদরাগী। এত রাগ যে **সান্ত্বনা দিলে রাগ আরও বেড়ে যায়**। মনমরা ভাব। নির্জনে বসে কাঁদে। **মনের কথা সহজে বলে না**। কেমন গুমরিয়ে গুমরিয়ে থাকে। ক্রোধী, অভিমানী ও বিস্মৃতিপরায়ণ। অতীব শুক্রক্ষয়ের ইতিহাস। **লবণপ্রিয়তা**। অতিরিক্ত কুইনাইন খাওয়ার কুফলজনিত রোগ। স্নায়বিক কম্পন ও অস্থিরতা। গরমকাতর ও ঠাণ্ডা জলে স্নান প্রিয়।

নেট্রাম সালফ—স্নায়বিক ধাতু। পিত্তবাত ও বায়ুপ্রধান। **পিত্তাধিক্য প্রায় রোগের কারণ**। জিহ্বায় সতত তিক্তাস্বাদ। বদমেজাজী, মাঝে মাঝে রোগযন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে চায়। উৎকণ্ঠা। গীতবাদ্য অসহ্য। শব্দ অসহ্য। ইতিহাস—কুইনাইনের অপব্যবহার, গনোরিয়া ও মাথায় **কোন সময়ে আঘাত লাগা রোগের কারণ**। প্রাতে ও বর্ষাকালে রোগবৃদ্ধি। গুমোট আবহাওয়াতেও রোগবৃদ্ধি হয়।

নেট্রাম ফস—স্নায়বিক ধাতু। খিটখিটে স্বভাব। অতিশয় বিস্মৃতিপরায়ণ কারণ এই রোগীর ইতিহাসে পাওয়া যায় **অতিরিক্ত বীর্যক্ষয় ও হস্তমৈথুনের** প্রবৃত্তি, উপবাসজনিত পীড়া, সঙ্গীত ও শব্দ অসহ্য, কোন বিষয়ে উৎসাহ নেই, প্রায় অম্লরোগে ভোগে।

নাইট্রিক অ্যাসিড—স্নায়বিক ধাতু। **দেহ ও মন পারদদুষ্ট**, উপদংশগ্রস্ত রোগী, অতিশয় ক্রুদ্ধ, হিংসাপরায়ণ, পরনিন্দুক ও একগুঁয়ে, অতিরিক্ত নার্ভাস, কোন অবস্থাতে মনের শান্তি নেই। শব্দভীতি, মৃত্যুভয়, কলেরায় ভয়। আরোগ্য সম্বন্ধে আশাহীন। স্মৃতিশক্তিহীন স্নায়বিক কম্পন ও দুর্বলতা।

নাক্স মশ্চেটা—স্নায়বিক ও **বায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোক**। মূর্ছাগ্রস্তা রমণীদের উত্তম ঔষধ। সামান্য শব্দ, আলো ও শব্দে অনুভূতিপ্রবণ। পরিবর্তনশীল মেজাজ। এই হাসি এই কান্না। অতিশয় বিস্মৃতিপরায়ণ। হিস্টিরিয়ায় বেশ কাজ করে।

নাক্স ভমিকা—স্নায়বিক, পিত্ত ও রক্তপ্রধান ধাতু। অতিশয় ক্রোধী ও অসহিষ্ণু, প্রতিবাদ একেবারে সহ্য করতে পারে না। কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। কেবল রাগারাগী, কেবল গালাগালি, এতই বদমেজাজ। কেবল কাজে ব্যস্ত থাকে। বসে বসে কাজ করার স্বভাব। চরিত্রহীন, **অতিরিক্ত কামভাব**। **শব্দ** গন্ধ অসহ্য। ঈর্ষা ও হিংসাপরায়ণ। প্রায় অজীর্ণরোগে ভোগে। কোষ্ঠবদ্ধের ধাত, প্রাতে ও রাত্রি জাগরণে রোগবৃদ্ধি, **মদ্যসেবী রোগীদের উত্তম ঔষধ**।

ফসফরাস—রক্তস্রাবপ্রবণ, স্নায়বিক ও **ক্ষয়প্রবণ ধাতু**। **অতিরিক্ত বীর্যক্ষয়** নানাবিধ রোগের কারণ। রোগী ভীষণ কামুক। দেহে জ্বালা ও খালি-খালি-ভাব অনুভব করে। শব্দে, আলোকে, গন্ধে, স্পর্শে অসহিষ্ণু। ভবিষ্যতে কি হবে সদাই এই ভয়। অন্ধকার ভীতি, বিদ্যুৎ ও বজ্রশব্দে ভীতি। একা থাকতে ভয়, সঙ্গপ্রিয়। **সদাই ঘোরাফেরা করতে চায়**। ভীষণ অস্থির প্রকৃতির। সামান্য নিদ্রান্তে শান্তি।

ফসফরিক অ্যাসিড—স্নায়বিক ধাতু। স্নায়বিক দুর্বলতা, উদাসীনভাব, সব সময় একা বসে থাকতে চায়। সঙ্গী চায় না। কাহারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না। যেমন মানসিক দুর্বলতা তেমন শারীরিক দুর্বলতা। মৃদুস্বভাব, দুঃখ, শোক ও অতৃপ্ত ভালোবাসার ইতিহাস। **অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনায়** ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ রোগের কারণ।

প্লাটিনাম—অতিশয় অহঙ্কারী ও স্বার্থপর। নিজের সব কিছু ভালো, অন্যের সব কিছু খারাপ। নিজেকে খুবই শ্রেষ্ঠ মনে করে। **খুবই কামুক**, অতিশয় সঙ্গমেচ্ছা। সঙ্গকালে মূর্ছা। মূর্ছা গ্রস্তা নারীদের উত্তম ঔষধ। **ভয়**, শোক ও কৃত্রিম উপায়ে শুক্রক্ষয় রোগের কারণ।

প্লাম্বাম—অতিরঞ্জিতভাবে কথা বলার স্বভাব। নৈরাশ্য, ভীরুতা ও ঔদাসীন্য, **শরীর ও মনের সমস্ত কাজ ধীরভাবে** হওয়া বিশিষ্টলক্ষণ। স্নায়ুমন্ডলীর কাজও ধীরভাবে হয়। তাই **আঘাত** দিলেও সহজে অনুভূতি আসে না। পক্ষাঘাতের অবস্থা। সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা। মনে করেন কতই পাপ করেছেন। ঈশ্বরের কৃপালাভও সম্ভব নয়।